দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

প্রজন্ম

লক্ষ্য কি সৃজনশীল না গৎবাঁধা মুখস্থ বিদ্যা

রিয়াদ খন্দকার

সম্প্রতি ভিডিও রিপোর্টে ফুটে ওঠা নতুন প্রজন্মের অসহায়ত্বের চিত্র টেলিভিশনের পর্দা থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর একদল এ থেকে বিনোদিত হচ্ছেন বা শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে 'হায় হায়' করছেন, আবার আরেকদলের যুক্তিতর্ক চলছে সাংবাদিকতার নৈতিকতা নিয়ে। কেউ বলছেন, 'এভাবে শিশু-কিশোরদের সাক্ষাৎকার গণমাধ্যমে প্রচার করা ঠিক হয়নি।' আবার কেউ বলছেন, 'এটাই বাস্তব চিত্র।' এই বিতর্কে দু পক্ষেরই যুক্তি হয়তো সমান। কিন্তু আমরা এই বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে আসতে চাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে, আসলেই কি এই প্রজন্ম সৃজনশীল শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠছে নাকি গৎবাঁধা মুখস্থ বিদ্যায় আটকে যাচ্ছে। এমন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হয়তো শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল, কোচিং, শিক্ষক এসবের ওপর দোষ চাপিয়ে বাবা-মায়েরা কেবল হা-হুতাশ করে দায়িত্ব এড়িয়ে যাবেন। কিন্তু এই মুখস্থ বিদ্যার বাজারে সন্তানকে স্বশিক্ষিত করে তোলার মূল দায়িত্ব কিন্তু বাবা-মায়েরই।

একটা সময় সন্তানেরা ভালো ফলাফল করলে বাবা-মায়েরা আনন্দে কেঁদে উঠতেন, পাড়া-প্রতিবেশীরা শুভেচ্ছা জানাতে ঘরে আসতেন, কিন্তু জিপিএ-৫ পাওয়ার পরও অনেককেই আজকাল তেমন উচ্ছ্বসিত হতে দেখা যায় না। হয়তো দেখা গেল ছেলে জিপিএ ৫ পাওয়াতে বাবা অফিস থেকে ফেরার পথে ৫ কেজি মিষ্টি নিয়ে এসেছেন, এইটুকুই! বাবা-মা হয়তো সন্তুষ্টি নিয়ে ভাবছেন, যাক পরিশ্রম ও অর্থ দুটোই সার্থক। কিন্তু কখনো কি তারা ভেবেছেন তাদের সন্তানেরা কতটুক জেনে-বুঝে পড়ালেখা করে এই ফল অর্জন করছে নাকি চোখ বুজে মুখস্থের ফলাফল এটা। বন্ধু-বান্ধব, আড্ডাবাজি, পার্লার, শপিং—এ নিয়েই হয়তো অনেক মেয়ে ব্যস্ত। মা পড়তে বসতে বললেই সে বলে, 'আমি দরজা লাগিয়ে ফেসবুকে চ্যাট করি, নাকি ফোনে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিই তা দিয়ে কী করবা? তোমার জিপিএ ৫ এনে দিলেই তো তুমি হ্যাপি, মা?' দেখা গেল সত্যিই মেয়েটি জিপিএ ৫ পেয়েছে। কিন্তু কীভাবে? হয়তো পরীক্ষার আগে পড়ে নাহয় অন্যকোনো উপায়ে। কিন্তু আদৌ কী তার এই রেজাল্ট জেনেবুঝে পড়াশোনার ফসল? চলুন এবার একটু পিছনে যাই, 'পাশের বাসার সেতু অঙ্কে ৯৯ পেয়েছে, আমার ছেলে পেল ৯২। সেতু কি সুন্দর ইংরেজিতে কথা বলে, আমার ছেলে বাংলায় কথা বলে। এজন্য পাশের বাসার ভাবি তো অহংকারে মাটি তে পা ফেলতেই চায় না। কিন্তু দুজনেই তো একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে, ও পারলে আমার সন্তান কেন পারবে না?' আমাদের মা-বাবাদের সন্তানের শিক্ষা নিয়ে চিন্তার জায়গাগুলো কেমন যেন নিছক অহংয়ের প্রতিযোগিতায় রূপ নিচ্ছে। দামি স্কুল, দামি কোচিং, দামি গৃহশিক্ষক, দামি ইউনিফর্ম—এগুলো দিয়ে বর্তমানে মা-বাবারা সন্তানের পিঠে বিদ্যার বোঝা চাপিয়ে 'বেশি নম্বর' নামক ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন। যেকোনো মূল্যে সন্তানের নম্বরপত্র ওজনদার হতেই হবে। এজন্য তারা মরিয়া হয়ে ছুটছেন। এই ছোটার জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। আমাদের এই উপমহাদেশে মা-বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে খুব কম সন্তানই নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী পড়তে পারে। কেননা আজকাল সন্তানের রেজাল্ট, সাফল্যের ওপর স্যোশাল স্ট্যাটাস নির্ভর করে! সবাই হয়তো সমান মেধাবী নয়, কিন্তু সবাই কিছু না কিছুতে নিশ্চয়ই মেধাবী। কেউ ভালো ছবি আঁকে, কেউ ভালো গান গায়, কেউ তুখোড় বক্তা, কেউ ভালো খেলাধুলায়, কেউ ডিজাইনে দারুণ, কেউ নাচে দুর্দান্ত। আমাদের মা-বাবা ও শিক্ষকদের লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মেধার দিকটা খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ অভিভাবক বাচ্চাদের সিলেবাসভুক্ত বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে দেন না। বাবা-মা মনে করেন, তাতে মনে বাজে চিন্তা ঢুকবে বা সময়ের অপচয় হবে। এই মনে করার জন্য দায়ী আমাদের গড়ে ওঠা সামাজিক আচার।

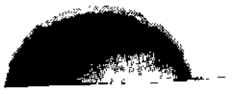

সব বাবা-মা চান তাদের সন্তান যেভাবে হোক পরীক্ষায় ভালো নম্বর নিয়ে আসুক, ভালো নম্বর না পেলে ভালো স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না। ভালো স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশি নম্বর নিয়ে পাস না করলে বা মেধা তালিকায় না থাকলে ভালো চাকরি পাবে না। অর্থাৎ ভালো চাকরিই হয়ে ওঠে মূল কথা। ভালো সেলারির চাকরি দেবে সন্তানকে সচ্ছল জীবন। সন্তানের নিরাপদ-সচ্ছল জীবন চাওয়া এই বাবা-মাকে কি দোষ দেওয়া যায় সন্তানকে হায়েস্ট মার্কের জন্য দাবড়িয়ে বেড়ানো? দোষ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার।

যেকোনো পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেই জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে ইতিবাচক-নেতিবাচক দুই ধরনের কথাই শোনা যায়। কথা বন্ধের জন্য মন্ত্রণালয় ভেবে দেখতে পারে, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নিতে পারে শিক্ষা পরিকল্পনা। শিক্ষকদের পাশাপাশি পরিবারকেও দিতে হবে সময়। শুধু শিক্ষকের ওপর চাপ না দিয়ে পরিবারকেও পদক্ষেপ নিতে হবে যেন সন্তানের কাছে লেখাপড়াটা আনন্দদায়ক হয়।